লাভবান হবে কেয়ার্ন

ৃযূগান্তর, ২৮/১১/২০১০

শাহেদ সিদ্দিকী

বঙ্গোপসাগরের সাঙ্গুর বর্তমান ক্ষেত্র ভিন্ন যে কোন স্থানে গ্যাস পেলে স্কটিশ কোম্পানি কেয়ার্ন তার লাভের অংশ তৃতীয় পক্ষকে বিক্রি করতে পারবে। পেট্রোবাংলা সম্প্রতি কেয়ার্নকে এ ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে। তবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় স্পর্শকাতর এ বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত দেয়নি। সংশিষ্টরা বলছেন, মাগনামা এবং হাতিয়ার অনুসন্ধান ব্যয় তুলতে কেয়ার্ন প্রথমে তৃতীয় পক্ষের কাছে গ্যাস বিক্রির অনুমোদন চায়। কিন্তু পরে রহস্যজনক কারণে সাঙ্গু ক্ষেত্র ভিন্ন (নন-সাঙ্গু) সাগরের সবখানে (১৬ নম্বর বকভুক্ত) তৃতীয় পক্ষকে গ্যাস বিক্রির অনুমতি দিতে যাচ্ছে। এমনকি দক্ষিণ সাঙ্গুর গ্যাসও তৃতীয় পক্ষকে বিক্রি করা যাবে। এতে করে সরকার স্বল্প দামের গ্যাস থেকে বঞ্চিত হবে এবং প্রকারান্তরে চট্টগ্রামের গ্রাহকদের অনেক বেশি দামে গ্যাস কিনতে হবে। লাভবান হবে কেয়ার্ন। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ড. হোসেন মনসুর শুক্রবার এ ঘটনা স্বীকার করে বলেছেন, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এমন সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি এর চেয়ে বেশি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকদের বারবার চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে মতামত পাওয়া যায়নি। কেয়ার্ন অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের সব শেয়ার অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি সান্তোসের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। ১৬ নম্বর বকের নতুন সব ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষকে বিক্রির সরকারের অনুমোদন পেয়ে কেয়ার্ন অনেক বেশি দামে তা সান্তোসের কাছে বিক্রি করেছে বলে সংশিষ্টরা জানান। সম্প্রতি সরকার কেয়ার্নকে অনুমোদন দিয়ে বলেছে, কেয়ার্ন ১৬ নম্বর বকের কোন কোন এলাকার উৎপাদিত গ্যাসের আইওসির (আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি) লাভের অংশ তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করতে পারবে। এজন্য পিএসসির (উৎপাদন বণ্টন চুক্তি) তৃতীয় সংশোধনও করা হয় গত মাসে। আগের পিএসসি অনুযায়ী ১৬ নম্বর বকে উৎপাদিত সব গ্যাস পেট্রোবাংলার কাছে বিক্রি বা সরবরাহ করতে বাধ্য ছিল কেয়ার্ন এনার্জি। সে নিয়মেই দেশের সব আইওসির ক্ষেত্র থেকে সরকার গ্যাস নিচ্ছে। কিন্তু কেয়ার্নকেই কেবল তৃতীয় পক্ষকে বিক্রির সুবিধা দিল সরকার।

একাধিক সূত্র জানায়, গত মাসে তৃতীয় পক্ষের কাছে গ্যাস বিক্রির অনুমোদন পেয়ে কেয়ার্ন দারুণভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা ঈদের আগে সাঙ্গুর আয়তন এবং পরিচিতি (ডেফিনেশন) দিয়ে একটি চিঠি দিয়ে জানায়, সাঙ্গুর বর্তমান ১০ কূপ থেকে দৈনিক ১ কোটি ১০ লাখ ঘনফুটের মতো গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে। এক্ষেত্রের বাইরে সব বালুর স্তর নন-সাঙ্গু বলে কেয়ার্ন জানায়। এ অনুযায়ী নন-সাঙ্গু হিসেবে দক্ষিণ সাঙ্গু, মনপুরা, মাগনামা এবং হাতিয়াসহ অন্য সব স্থানের গ্যাসের লাভের অংশ তৃতীয় পক্ষকে বিক্রি করা যাবে। পেট্রোবাংলা কেয়ার্নের সেই যুক্তি রহস্যজনক কারণে মেনে নেয়। তারা তা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করে। অথচ গত বছর কেয়ার্ন অসংখ্য চিঠি দিয়ে পেট্রোবাংলাকে বলেছে, মাগনামা এবং হাতিয়ার অনুসন্ধান খরচ তুলে আনতে তৃতীয় পক্ষের কাছে গ্যাস বিক্রির অনুমতি দেয়া দরকার। এখন আবার বলছে, সাগরের সব এলাকায় পাওয়া গ্যাস তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করা যাবে।

২০০৭ ও ২০০৮ সালে কেয়ার্ন মাগনামা এবং হাতিয়ায় অনুসন্ধান কাজ করে গ্যাসের সন্ধান পায়। কিন্তু সেই গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক কিনা তা দেখতে আরও বিনিয়োগ করা দরকার বলে তারা পেট্রোবাংলাকে জানান। কিন্তু তৃতীয় পক্ষকে গ্যাস বিক্রির অনুমোদন ছাড়া সেই বিনিয়োগ লাভজনক হবে না বলেও তারা একই সঙ্গে জানিয়ে দেয়।

সাঙ্গু ক্ষেত্র ধ্বংসের ব্যাপারে সবাই একযোগে কেয়ার্নকে দায়ী করছে। ১০ বছর আগে কেয়ার্ন বলেছে, সাঙ্গুতে এক ট্রিলিয়ন ঘনফুটের বেশি গ্যাস আছে। সেই হিসাব দেখিয়ে ৪-৫ বছর আগে সমুদ্র বঙ্গের সাঙ্গু থেকে দৈনিক ২৫ কোটি থেকে ২৭ কোটি ঘনফুটের মতো গ্যাস তোলে কেয়ার্ন। সেই সাঙ্গু থেকে অতিরিক্ত

গ্যাস তোলার কারণে এখন সেটি মৃত্যুপথযাত্রী। এমন পরিস্থিতিতে কেয়ার্ন গত মাসে হঠাৎ করে বাংলাদেশের সব শেয়ার সান্তোসের কাছে বিক্রির ঘোষণা দিয়েছে। পেট্রোবাংলার কর্মকর্তারা জানান, গত সপ্তাহে কেয়ার্ন এক চিঠি দিয়ে সরকারকে বলেছে, আগামী মাস অর্থাৎ ডিসেম্বরের মধ্যে তারা শেয়ারের এ লেনদেনের সরকারি অনুমোদনের কাজ শেষ করতে চায়

যঃঃঢ়://লঁমধহঃড়ৎ.রহভড়/বহবিং/রংংঁব/২০১০/১১/২৮/হবিং০১৩৯.ঢ়যঢ়